কালের কণ্ঠ

তারিখ 09 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নজরদারিতে আসছে

ইউএনওর নেতৃত্বে জঙ্গিবাদবিরোধী মনিটরিং কমিটি হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নজরদারি জোরদারের উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। উপজেলা পর্যায়ে ইউএনওর (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) নেতৃত্বে জঙ্গিবিরোধী মনিটরিং কমিটি গঠন করা হবে। গত রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক নীতিনির্ধারণী সভায় এ কমিটির কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহের মধ্যে এ-সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি হতে পারে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ইউএনওর নেতৃত্বাধীন মনিটরিং কমিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সংবিধান ও জাতীয় চেতনাবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় কি না, শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং জাতীয়সংগীত সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা দেওয়া হয় কি না, শিক্ষা কার্যক্রমের আড়ালে উগ্র রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শ চর্চা বা প্রচারের চেষ্টা হয় কি না, এনসিটিবির অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ধর্মীয়, ভাষা শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার আওতায় কোনো অতিরিক্ত বই পড়ানো হয় কি না, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয় কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত খাতে খরচ হচ্ছে কি না, পরিচালনা কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে কি না, অনুমোদিত পাঠ্যক্রম ব্যতীত মনগড়া কোনো বই পড়ানো হচ্ছে কি না—এসব বিষয় তদারকি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সাম্প্রতিককালে জঙ্গিবাদী তৎপরতার সঙ্গে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নজরদারি বৃদ্ধির বিষয়টি সামনে এসেছে। ইউএনওর নেতৃত্বে কমিটি গঠনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ইউএনওর নেতৃত্বাধীন এই কমিটিতে উপজেলা চেয়ারম্যানকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে রাখা হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটিতে অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা ছাড়াও স্থানীয় শিক্ষাবিদ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্টজনদের সম্পৃক্ত করা হবে। কমিটিতে থাকবেন ইউনিয়ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিরাও।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য এই কমিটি গঠন করা হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকির জন্য উপজেলা পর্যায়ে কোনো কমিটি নেই। সাম্প্রতিক জঙ্গিবাদী তৎপরতার কারণে এই বিষয়টি সামনে রেখে ওই কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও কমিটির কার্যক্রম কেবল জঙ্গিবাদী তৎপরতা তদারকির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় সার্বিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না—তা দেখভাল করবে এই কমিটি। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ; বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদকবিরোধী প্রচারণা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কমিটি কাজ করবে। পাশাপাশি শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নের সুপারিশও প্রণয়ন করবে এই কমিটি।

জানা যায়, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ে কমিটি রয়েছে। উপজেলা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এই কমিটি কাজ করছে। কিন্তু মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য উপজেলা পর্যায়ে কোনো কমিটি ছিল না।

মনিটরিংয়ের অভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারের অনেক কার্যক্রমই সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। জাতীয় দিবসগুলোও যথাযথভাবে পালিত হয় না। সহশিক্ষা কার্যক্রমও পরিচালিত হয় না। বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার জন্য অভ্যন্তরীণ কোনো প্রতিযোগিতা হয় না। এখন ইউএনওর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি এই বিষয়টি দেখভাল করবে। এ ছাড়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর যথাযথ মনিটরিং না থাকার সুযোগে সারা দেশেই স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের নেতাকর্মীদের উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ভারতের বিতর্কিত ইসলামী বক্তা জাকির নায়েকের ভাবাদর্শে দেশে ২৫-৩০টির মতো 'পিস' নামধারী স্কুল গড়ে ওঠে। জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের উদ্যোগে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের অনুমোদন ছাড়াই চলছিল। সম্প্রতি সরকার পিস স্কুলগুলো বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে।